(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রিসালা নং: ৭৪

সংশোধিত

জুলুমের পরিণতি

- গমের দানা ভাঙ্গার পরকালীন ক্ষতি
- বিনা কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ
- আমরা ভদ্রের সাথে ভদ্র আর .....
- বিনা অনুমতিতে কারো সেন্ডেল পরিধান করা কেমন?
- মজলুমের সাহায্য করা অপরিহার্য
- বিভিন্ন হক সম্পর্কে জানার পন্থা
- কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুক্তার মুকুট	৩	সুঘ্রান নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন	২৬
ভয়ঙ্কর ডাকাত	৪	প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন	২৬
অত্যাচারীকে সুযোগ দেয়া হয়	৫	বাগান নাকি আগুনের গর্ত	২৭
অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে	৭	অর্ধেক খেজুর	২৮
আগুনের শিখল	৭	শাহী থাপ্পড়ের পরিণাম	২৮
নিঃস্ব কে?	৮	ফারুকে আযমের অনাড়ম্বরতা	২৯
কেঁপে উঠুন	৯	মন্দ পরিণতির কারণ	৩০
অর্ধেক আপেল	১০	নিজেকে কারো "গোলাম" বলা কেমন?	৩১
খিলালের জন্য শাস্তি	১১	কেমন আছেন?	৩২
গমের দানা ভাঙ্গার পরকালীন ক্ষতি	১২	মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্য	৩৩
জামাআত সহকারে সাতশত নামায	১৩	মজলুমের সাহায্য করা অপরিহার্য	৩৩
বিনা কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ	১৪	কবর থেকে আগুনের শিখা উঠছিল!	৩৪
		মুসলমানের জন্য দুঃখ	৩৫
আত্ম সম্মানবোধের চাহিদা	১৫	চোরের জন্য দুঃখ	৩৫
সাওয়াবের কারণে ধনী	১৬	চুরির শাস্তি	৩৬
আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কে কষ্ট দানকারী	১৭	গুনাহের রোগের প্রতিকারকারীদের জন্য মাদানী ফুল	৩৬
অসহনীয় চুলকানী	১৮		
জান্নাতে ভ্রমনকারী	১৯	বিভিন্ন হক সম্পর্কে জানার পন্থা	৩৭
প্রিয় নবী ﷺ এর অতুলনীয় বিনয়	১৯	অত্যাচারীর বিভিন্ন ধরন চিহ্নিতকরণ	৩৮
আমি তোমার কান মলে দিয়েছিলাম	২০	কারো বিদ্রুপ করা গুনাহ	৩৯
মুসলমানের পরিচয়	২০	বিদ্রুপ করার শাস্তি	৩৯
মুসলমানকে চোখ রাঙানো, ধমক দেয়া	২১	ক্ষমা চেয়ে নিন	৪০
আমরা ভদ্রের সাথে ভদ্র আর...	২২	আমি ক্ষমা করে দিলাম	৪২
খারাপ আচরন কারীদের প্রতিও অত্যাচার করো না	২৩	অর্থ ফেরত দিতেই হবে	৪৩
		যা মনে নেই, তাদের থেকে কিভাবে ক্ষমা করাবে?	৪৪
অপরের কলম ফেরত দেয়ার জন্য সফর	২৪		
বিনা অনুমতিতে কারো সেন্ডেল পরিধান করা কেমন?	২৪	**আল্লাহ তায়ালা** সন্ধি করিয়ে দিবেন	৪৫
		কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল	৪৬

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জুলুমের পরিণতি[১]

শয়তান লাখো অলসতা দিলেও এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খোদাভীতিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন।

মুক্তার মুকুট

'আল কওলুল বদী' কিতাবে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মনসুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখলেন যে, তিনি জান্নাতী হুল্লা (পোষাক) পরিধান করে মুক্তার মুকুট মাথায় সাজিয়ে **"শীরাজ"** এর জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমাকে সম্মান দান করেছেন এবং মুক্তার

---

১. এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন "দা'ওয়াতে ইসলামী"র তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (১৪২৯ হিজরী, ২০০৮ ইং) সাহরায়ে মদীনা মুলতানে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হলো। মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

মুকুট পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলো: কি কারণে? বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **মাহবুবে রাব্বুল আনাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করতাম, এ আমলই কাজে এসেছে। **(আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভয়ঙ্কর ডাকাত

শায়খ আব্দুল্লাহ শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সফরনামায় লিখেন: একদা আমি বসরা শহর থেকে একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম। দুপুরের সময় হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর ডাকাত আমার উপর আক্রমণ করলো, আমার সঙ্গীকে সে শহীদ করে দিলো, আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমার উভয় হাত রশি দিয়ে বাঁধলো, আমাকে মাটিতে ফেলে রাখলো এবং পালিয়ে গেলো। আমি কোনভাবে হাতের বাধঁন খুললাম এবং চলতে লাগলাম, কিন্তু চিন্তিত অবস্থায় পথ হারিয়ে ফেললাম, এমনকি রাত হয়ে গেলো। একদিকে আগুনের আলো দেখে আমি সে দিকে অগ্রসর হলাম, কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি একটি তাঁবু দেখতে পেলাম, আমি পিপাসায় কাতর হয়ে গিয়েছিলাম, গুতরাং তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আমি আওয়াজ করলাম: **আল আতাশ! আল আতাশ!** অর্থাৎ **"আহ পিপাসা! আহ পিপাসা!"** দুর্ভাগ্যবশত সেই তাঁবুটি ছিল সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতেরই! আমার আওয়াজ শুনে পানির পরিবর্তে খোলা তরবারি নিয়ে সে বের হলো এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

এক আঘাতেই আমার প্রাণ শেষ করে দিতে চাইলো, তার স্ত্রী তাকে বাঁধা দিলো কিন্তু সে তা শুনলো না এবং আমাকে টেনে হেঁচড়ে দূরের জঙ্গলে নিয়ে গেলো আর আমার বুকের ওপর চড়ে বসে আমার গলায় চুরি রেখে জাবাই করতে উদ্যত হলো, এমন সময় হঠাৎ বন থেকে একটি বাঘ গর্জন করতে করতে বের হয়ে আসলো, বাঘটিকে দেখে ভয়ে ডাকাত লাফিয়ে দূরে সরে গেলো, বাঘটি লাফিয়ে তাকে আক্রমন করলো এবং জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি এ গায়েবী সাহায্যের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে

অত্যাচারিকে সুযোগ দেয়া হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! অত্যাচারের পরিণতি কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"সহীহ বুখারী"**তে উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** অত্যাচারিকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তাকে আপন আয়ত্বে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছাড়েন না। এতটুকু ইরশাদ করে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২তম পারা সূরা হুদের ১০২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অনুরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের জুলুমের কারণে, নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন।

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৬৮৬)

বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা, নেতারা, খুন ও হত্যাযজ্ঞের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের বর্ণিত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, তাদের নিজের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা উচিত নয় যে, যখন দুনিয়াতেও **আল্লাহ তায়ালা**র কহর গযবের আগুন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন এধরনের অত্যাচারী লোকেরা পথে ঘাটে কুকুরের মত মরতে থাকে এবং তাদের জন্য দু'ফোঁটা অশ্রু ঝড়ানোরও কেউ থাকেনা আর আহ! আখিরাতের শাস্তি কে সহ্য করতে পারবে! নিঃসন্দেহে মানুষের ওপর অত্যাচার করা গুনাহ, দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ এবং জাহান্নামের আযাবের কারণ। এতে **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতাও এবং মানুষের হক ধ্বংস করাও বিদ্যমান। হযরত যুরযানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর কিতাব **'আত-তারিফাত'** এ অত্যাচারের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: কোন জিনিসকে তার স্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে রাখা। (আত-তারিফাত লিল যুরযানী, ১০২ পৃষ্ঠা) শরীয়তে অত্যাচার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কারো হক আত্মসাৎ করা, কাউকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি। (মিরআত, ৬ষ্ট খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা) যেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের আলোচনা আপনারা এইমাত্র শুনলেন, সে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে খুনও করতো, দুনিয়াতেই সে অত্যাচারেরর পরিণতি দেখে নিলো। জানিনা এখন তার কবরে কী ঘটছে! তাছাড়া কিয়ামতের শাস্তিতো এখনো পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। বর্তমানেও ডাকাতেরা অর্থের লোভে হত্যাকান্ডও ঘটাচ্ছে। মনে রাখবেন! কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা চরম অপরাধ।

অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস সংকলন **"তিরমিযী শরীফে"** হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে উদ্ধৃত করেন: "যদি সমগ্র আসমান-জমিনের বাসিন্দারা একজন মানুষের হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** সকলকেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪০৩)

আগুনের শিখল

মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারীদের, ডাকাতদের, চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবীকারীদের গভীরভাবে ভাবা উচিৎ যে, আজ যে হারাম সম্পদ সহজেই গলার নিচে নামার অনুভব করছো, তা কিয়ামতের দিন যেনো কঠিন বিপদে ফেলে না দেয়? শুনো! শুনো! হযরত সায়্যিদুনা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'কুররাতুল উয়ুন'** এ উদ্ধৃত করেন: নিশ্চয় পুলসিরাতে আগুনের শিখল রয়েছে, যে ব্যক্তি হারামের একটি টাকাও নিলো, তার পায়ে আগুনের শিখল লাগিয়ে দেয় হবে, যার ফলে তার জন্য পুলসিরাত অতিক্রম করা কষ্টকর হয়ে যাবে, এমনকি সেই দিরহামের মালিক তার নেকী সমূহ থেকে এর প্রতিদান নিয়ে নিবে, যদি তার নিকট নেকী না থাকে, তবে সে তার গুনাহের বোঝাও নিয়ে নিয়ে এবং জাহান্নামে পতিত হবে। **(রওজুল ফায়েক সম্বলিত কুররাতুল উয়ূন, ৩৯২ পৃষ্ঠা)**

নিঃস্ব কে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশায়রী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস সংকলন "**সহীহ মুসলিম শরীফে**" উদ্ধৃত করেন: **নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কী জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে যার নিকট টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ নেই, সেই নিঃস্ব। ইরশাদ করলেন: "আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হলো ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলো এবং এভাবে এলো যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে প্রহার করেছে তবে তার নেকী সমূহ থেকে কিছু এই মজলুমকে দিয়ে দেয়া হবে এবং কিছু ঐ মজলুমকে অতঃপর যদি তার দ্বায়িত্বে যে হক ছিলো, তা পরিশোধ করার পূর্বেই তার নেকী শেষ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হয়ে যায় তবে মজলুমদের গুনাহ নিয়ে সেই অত্যাচারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮১)

কেঁপে উঠুন

হে নামাযীরা! হে রোযাদারেরা! হে হাজীরা! হে পরিপূর্ণভাবে যাকাত আদায়কারীরা! হে দান ও পূণ্যকাজে অংশগ্রহনকারীরা! হে নেক অবয়ব প্রদর্শনকারী সম্পদশালীরা! সাবধান হয়ে যাও! কেঁপে উঠো! প্রকৃত নিঃস্ব হচ্ছে সে, যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও সদকা, দান-খয়রাত, কল্যাণমূলক কাজ এবং বড় বড় নেকী স্বত্বেও কিয়ামতের দিন সাওয়াব শুন্য হয়ে খালি হয়ে যাবে! যাকে কখনো গালি দিয়ে, কখনো শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ধমক দিয়ে, অপমানিত করে, লাঞ্ছিত করে, মারধর করে, লুকিয়ে জিনিষ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেরত না দিয়ে, ঋণ আত্মসাৎ করে, মনে আঘাত দিয়ে, অসন্তুষ্ট করেছে, তার সমস্ত নেকী নিয়ে নেয়া হবে এবং নেকী শেষ হওয়া অবস্থায় তাদের গুনাহের বোঝা উঠিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

"সহীহ মুসলিম শরীফে" রয়েছে: **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা পাওনা, পাওনাদারদের পরিশোধ করে দিবে, এমনকি শিংবিহীনরা শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে প্রতিশোধ নিবে।" (সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮২)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

উদ্দেশ্য হলো যে, তোমরা যদি দুনিয়ায় মানুষের পাওনা পরিশোধ না করো, তবে সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন পরিশোধ করতে হবে, দুনিয়ায় সম্পদ দ্বারা এবং আখিরাতে আমল দ্বারা, সুতরাং উত্তম হলো যে, দুনিয়াতেই আদায়া করে দাও, অন্যথায় আফসোস করতে হবে। **'মিরাত শরহে মিশকাত'** এ রয়েছে: "প্রাণীরা যদিও শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাধীন নয়, তবুও বান্দার হক প্রাণীদেরও আদায় করতে হবে। (মিরাত, ৬ষ্ট খন্ড, ৬৭৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তায়ালা**র ভীতি পোষণকারী ব্যক্তিরা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট নগন্য মনে হওয়া বিষয়েও এতো সাবধানতা অবলম্বন করতেন যে, অবাক করে দেয়।

অর্ধেক আপেল

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি বাগানের মাঝে নদীতে একটি আপেল দেখতে পেলেন, তিনি তা উঠিয়ে নিলেন এবং খেয়ে ফেললেন। খেয়ে তো ফেললেন কিন্তু পরে চিন্তায় পরে গেলেন যে, এটা আমি কী করলাম! আমি তা মালিকের অনুমতি ছাড়া কেন খেলাম! সুতরাং তিনি খুঁজতে খুঁজতে বাগানের পৌঁছলেন, বাগানের মালিক ছিলো একজন মহিলা, তার নিকট তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, মহিলাটি আরয করলো: এ বাগানটির মালিক আমি এবং বাদশাহ যৌথভাবে, আমি আমার হক ক্ষমা করলাম কিন্তু বাদশাহের হক ক্ষমা করার অনুমতি আমার নেই। বাদশাহ ছিলো **বলখ** শহরে, সুতরাং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অর্ধেক আপেল ক্ষমা করানোর জন্য **বলখ** শহরে গমন করলেন এবং ক্ষমা করিয়েই ছাড়লেন।

(রিহলাতু ইবনে বতোতা, ১ম খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

খিলালের জন্য শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় বিনা অনুমতিতে অপরের জিনিস গ্রাসকারীদের, সবজি ও ফলের স্তুপ থেকে চুপচাপ কিছু না কিছু নিয়ে নিজের থলে ভর্তিকারীদের শিক্ষা রয়েছে। দেখতে নগন্য মনে হওয়া জিনিসও যদি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করে নেয় এবং কিয়ামতের দিন আটকানো হলো তখন কী হবে? সুতরাং হযরত আল্লামা আব্দুল ওহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'তাম্বিহুল মুগতাররিন'** এ উদ্ধৃত করেন: প্রখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তওবা করলো, সত্তর বছর যাবৎ অবিরাম ইবাদত বন্দেগীতে এভাবে মগ্ন ছিলো যে, দিনের বেলা রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, কোন ভাল খাবার খেতেন না এবং কোন ছায়াতলে বিশ্রাম করতেন না। তার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ তায়ালা** আমার হিসাব নিলেন এবং আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু **একটি গাছের ডাল** যা দ্বারা আমি এর মালিকের অনুমতি ছাড়া **দাঁত খিলাল** করেছিলাম (আর এই

বিষয়টি বান্দার হক সম্পর্কীত ছিলো) এবং তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া হয়নি, একারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

গমের দানা ভাঙ্গার পরকালীন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! একটি নগন্য খড় কুটাও জান্নাতে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়াল! বর্তমানে নগন্য কাঠের খিলালের বিষয় আর কোথায়। অনেকে তো অপরের লক্ষ টাকা নয় বরং কোটি কোটি টাকা গ্রাস করে নিচ্ছে এবং একেবারেই অস্বীকার করছে। **আল্লাহ তায়ালা** হিদায়ত দান করুন। আমীন! আরো একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনুন, যাতে শুধুমাত্র একটি গমের দানা বিনা অনুমতিতে খাওয়ার জন্য নয় বরং ভাঙ্গার জন্য পরকালের ক্ষতির আলোচনা বিবৃত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে কেউ দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললো: **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে হিসাব নিকাশ হওয়ার পরই, এমনকি সে দিনটির ব্যাপারেও আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যেদিন আমি রোযা অবস্থায় ছিলাম এবং আমার এক বন্ধুর দোকানে বসেছিলাম, যখন ইফতারের সময় হলো তখন আমি তার দোকানের গমের বস্তা থেকে একটি গমের দানা তুলে নিলাম এবং তা ভেঙ্গে খেতে চাইলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো যে, এ দানাতো আমার নয়, তাই আমি দানাটি দ্রুত যথাস্থানে রেখে দিলাম। আর এরও হিসাব নেয়া হয়েছে, এমনকি এই

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

অপরের **গম ভাঙ্গার ক্ষতি হিসেবে আমার নেকীসমূহ আমার থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে।** (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮ম খন্ড, ৮১১ পৃষ্ঠা, ৫০৮৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

জামাআত সহকারে সাতশত নামায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেনতো! অপরের একটি মাত্র গমের দানা বিনা অনুমতিতে ভাঙ্গাও আখিরাতে ক্ষতির কারণ হতে পারে। বর্তমানে শুধু গমের দানা ভাঙ্গা বা খেয়ে ফেলারই ব্যাপার কোথায়। আজকাল তো অনেক লোক বিনা দাওয়াতে অপরের ওখানে খাবারই খেয়ে নেয়! অথচ বিনা আমন্ত্রণে কারো দাওয়াতে ঢুকে যাওয়া শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। **আবু দাউদ শরীফের** হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: "যে ব্যক্তি বিনা আমন্ত্রণে গেলো, সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাতি করে বের হলো।" (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৪১) তাছাড়া আজকাল ঋণের নামে মানুষের নিকট থেকে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে নেয়া হচ্ছে। এখন তো এসব সহজ মনে হতে পারে কিন্তু আখিরাতে চড়া মূল্য দিতে হবে। হে মানুষের ঋণ আত্মসাৎকারীরা! কান পেতে শুনো! আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কারো মাত্র তিন পয়সা ঋণ আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে **জামাআত সহকারে সাতশত নামায** দিতে হবে।" (ফাতায়ায়ে রযবীয়া, ২৫তম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) জি হ্যাঁ! যে ব্যক্তি কারো ঋণ আত্মসাৎ করে নেয়, সে অত্যাচারী এবং বড়ই ক্ষতির

মধ্যে রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর হাদীস সংকলন **"তাবরানী শরীফে"** উদ্ধৃত করেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যার সারমর্ম হচ্ছে: "অত্যাচারীর নেকীসমূহ অত্যাচারিতকে এবং অত্যাচারিতের গুনা অত্যাচারীকে দিয়ে দেয়া হবে।" (আল মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৬৯)

বিনা কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ

ঋণের প্রসঙ্গক্রমে এটাও জানিয়ে দিই যে, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'কিমিয়ায়ে সাআদাত'** এ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি ঋণ নেয় এবং এটা নিয়্যত করে যে, যথাসময়ে পরিশোধ করে দিবো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার হিফাযতের জন্য কয়েকজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন এবং তারা দোয়া করে যে, তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাক।" (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদি, ৬ষ্ট খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা) এবং যদি ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে তবে ঋণদাতার অনিচ্ছায় যদি এক মুহূর্তও দেরী করে তবে গুনাহগার হবে এবং অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। সে রোযা অবস্থায় থাকুক বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকুক না কেন তার আমলনামায় গুনাহ লিখা হতে থাকবে। (যেনো সর্বাবস্থায় গুনাহের মিটার ঘুরতে থাকবে) এবং অবিরত তার প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** লানত বর্ষিত হতে থাকবে। এ গুনাহ এমনই যে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার সাথে থাকবে। যদি নিজের সম্পদ বিক্রি করে ঋণ

পরিশোধ করতে হয় তা'ও করতে হবে, যদি এরূপ না করে তবে গুনাহগার হবে। যদি ঋণের পরিবর্তে ঋণদাতাকে এমন জিনিস প্রদান করে যা তার মনপুত না হয়, তখনো ঋণগ্রহিতা গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে রাজি করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যাচারীর অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না, কেননা তার এই কাজ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু মানুষ একে নগন্য মনে করে।" (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

আত্ম সম্মানবোধের চাহিদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন প্রয়োজন হয়, তখন খোশামদ করে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেকে ঋণ গ্রহন করে নেয়, কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! নিয়ে নেয়ার পর পরিশোধ করার নামই নেয়না। আত্মসম্মানবোধের চাহিদা তো এটাই যে, যার নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে, নিজের সেই উপকারীর ঘরে দ্রুত গিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ঋণ পরিশোধ করে আসা, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন যে, যদি ঋণ আদায় করেও তবে ঋণদাতাকে অনেক ঘোরাঘুরি করিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সেই বেচারা টাকাকে সামান্য সামান্য করে ঋণ শোধ করা হয়। মনে রাখবেন! বিনা কারণে ঋণদাতাকে হয়রানি করাও অত্যাচার। সাধারণত ব্যবসায়ীদের এরূপ স্বভাব হয় যে, টাকা ব্যবসায়ীর ক্যাশবক্সে থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় নিয়ে যেয়ো, আগামীকাল আসিও ইত্যাদি বলে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে টাল বাহানা করে হয়রানি করতে থাকে, এটা ভেবে দেখে না যে,

আমরা কত বড় বোঝা নিজের মাথায় নিচ্ছি! যদি সন্ধ্যায় ঋণ পরিশোধ করবেই, তবে এখনই সকাল বেলা পরিশোধ করলে অসুবিধার কি?

সাওয়াবের কারণে ধনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের হক আত্মসাৎ করা আখিরাতের জন্য খুবই ক্ষতিকর, হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অনেক লোক নেকীর অসংখ্য সম্পদ নিয়ে ধনী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, কিন্তু মানুষের হক ধ্বংস করার কারণে কিয়ামতের দিন তাদের সমস্ত নেকী হাত ছাড়া করে দিবে এবং গরীব ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'কুওতুল কুলুব'**এ বলেন: "অধিকাংশ মানুষ (নিজের নয়, বরং) অপরের গুনাহেই দোযখে প্রবেশের কারণ হবে, যা (মানুষের হক ধ্বংস করার কারণে) মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া অসংখ্য মানুষ (নিজের সাওয়াবের কারণে নয়, বরং) অপরের সাওয়াব নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে।" (কুওতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা) আর অপরের নেকী সমূহ অর্জনকারী তারাই হবে, যাদের দুনিয়ায় মনকষ্ট এবং হক ধ্বংস করা হয়েছে। এভাবেই কিয়ামতের দিন মজলুমরা এবং দুঃখ পীরিতরা লাভবান হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আল্লাহ ও রাসুল ﷺ কে কষ্ট দানকারী

বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু আহ! বর্তমানে চলছে নির্ভিকতার যুগ, সাধারণ মানুষ তো বটে, বিশেষ দাবীকারীরাও সাধারণত এদিক থেকে একেবারে উদাসিন। রাগ নামক ব্যাধি প্রসার লাভ করছে, যার কারণে অনেক 'বিশেষরা'ও মানুষের মনে আঘাত দিয়ে বসছে এবং সেই দিকে তাদের একেবারেই মনযোগ থাকে না যে, কোন মুসলমানকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মনে আঘাত দেয়া গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ** ২৪তম খন্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠায় **তাবরানী শরীফের** উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে **আল্লাহ তায়ালাকে** কষ্ট দিল।" (আল মু'জামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬০৭) **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট প্রদানকারীদের সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালা** ২২ পারা সূরাতুল আহযাবের ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় **আল্লাহ** ও **তাঁর রসূলকে** তাদের উপর **আল্লাহর** অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং **আল্লাহ** তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

অসহনীয় চুলকানী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনি কখনো কোন মুসলমানের মনে শরয়ী কারণ ছাড়া কষ্ট দিয়ে থাকেন, তবে আপনার সাথে তার যত ঘনিষ্টতাই হোকনা কেন, আপনি তার বড় ভাই, পিতা, স্বামী, শ্বশুর বা যতবড় পদমর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন, প্রেসিডেন্ট হন বা প্রধান মন্ত্রী, ওস্তাদ হন বা পীর অথবা মুয়াজ্জিন হন বা ইমাম ও খতিব যাই হননা কেন, লজ্জা না করবেন না এবং তার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে রাজিও করে নিন, অন্যথায় জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আযাব সহ্য করা যাবে না। শুনুন! শুনুন! হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন সাজরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ সমুদ্রের কিনারা থাকে, জাহান্নামেরও কিনারা আছে, যেখানে বড় বড় উটের মত সাপ এবং খচ্চরের মত বিচ্ছু রয়েছে। জাহান্নামীরা যখন আযাব কমানোর আবেদন করবে, তখন আদেশ হবে কিনারা দিয়ে বাইরে বের হও, তারা যখনই বের হবে, তখন সেই সাপগুলো তাদের ঠোঁট এবং চেহারাকে ধরে ফেলবে অতঃপর তাদের চামড়াও খসিয়ে ফেলবে, তারা সেখান থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাতে থাকবে, অতঃপর তাদের চুলকানিতে আক্রান্ত করে দেয়া হবে, তা এমনভাবে চুলকাবে যে, তাদের চামড়া মাংস সব কিছু খসে পড়বে এবং শুধুমাত্র তাদের হাঁড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে ডাকা হবে: হে অমুক! তোমাদের কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন বলা হবে, এটা সেই কষ্টেরই প্রতিশোধ, যা তোমরা মুমিনদেরকে দিয়েছিলে।"

(আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৪৯)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

জান্নাতে ভ্রমনকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানকে কষ্ট দেয়া মুসলমানের কাজ নয়, বরং তাদের কাজ হচ্ছে যে, মুসলমানদের কষ্ট প্রদানকারী বস্তু দূরীভূত করা। সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **সহীহ মুসলিম শরীফে** উদ্ধৃত করেন: **তাজেদারে মদীনা, সরদারে মক্কা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি এক ব্যক্তিতে **জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে** দেখেছি, সে যেদিকে ইচ্ছে করছে সেদিকেই বের হয়ে যেতো, কেননা সে দুনিয়ায় এমন এক বৃক্ষকে রাস্তা থেকে কেটেছিল যা মানুষদের কষ্ট দিতো।" **(সহীহ মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬১৭)**

প্রিয় নবী ﷺ এর অতুলনীয় বিনয়

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উত্তম জীবনাদর্শের মাধ্যমে আমরা গোলামদেরকে **হুকুকুল ইবাদ** তথা বান্দার হকের প্রতি খেয়াল রাখার যে সুন্দর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, এর একটি ভাবগাম্ভির্য্যময় ঝলক প্রত্যক্ষ করুন। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের সময় সকলের সামনে ঘোষণা করেন: "যদি আমার নিকট কেউ ঋণ পেয়ে থাকে, যদি আমি কারো জান-মাল এবং সম্ভ্রমে আঘাত দিয়ে থাকি, তবে আমার জান-মাল এবং সম্ভ্রম উপস্থিত। এই দুনিয়াতেই প্রতিশোধ নিয়ে নাও।" তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ আশঙ্কা না করে যে, যদি কেউ আমার নিকট থেকে

প্রতিশোধ নেয় তবে আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবো, এটা আমার নীতি নয়। আমার এ কাজটি খুবই পছন্দ যে, যদি কারো হক আমার দায়িত্বে থাকে, তবে সে যেনো আমার নিকট থেকে তা আদায় করে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে মানুষেরা! কারো নিকট কেউ কোন হক পেয়ে থাকলে, সে যেন তা আদায় করে দেয় এবং এরূপ যেনো না ভাবে যে, অপমানিত হবে, কেননা দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমানের চেয়ে অধিকতর সহজ। (তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪৮তম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

আমি তোমার কান মলে দিয়েছিলাম

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর এক গোলামকে বললেন: **আমি একবার তোমার কান মলে দিয়েছিলাম,** তাই তুমি আমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

(আর রিয়াযুন নদ্বরা ফি মানাকিবিল আশরা, ৩য় অধ্যায়, ৪৫ পৃষ্ঠা)

মুসলমানের পরিচয়

আল্লাহ তায়ালার মাহবুব صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (প্রকৃত) মুসলমান হলো সেই, যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান কষ্ট না পায় আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই, যে ঐ জিনিষ ত্যাগ করে দেয়, যা **আল্লাহ তায়ালা** নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০)

এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: "প্রকৃত মুসলমান

হচ্ছে সেই, যে আভিধানিক ও শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমান (আর) মুমিন হচ্ছে সেই, যে কোন মুসলমানের গীবত করেনা, গালি, নিন্দা, চুগলি ইত্যাদি করেনা, কাউকে মারধর করেনা, কারো বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখি করেনা।" তিনি আরো বলেন: "প্রকৃত মুহাজির হচ্ছে সেই মুসলমান, যে স্বদেশ ত্যাগ করার পাশাপাশি গুনাহও বর্জন করে, অথবা গুনাহ বর্জন করাও আভিধানিক অর্থে হিজরত, যা সর্বদা বহাল থাকবে।"

(মিরাতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

মুসলমানকে চোখ রাঙানো, ধমক দেয়া

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, অপর মুসলমানের প্রতি চোখ দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করা, যাতে সে কষ্ট পায়। (ইত্তিহাফুস সাআদাত লিয যুবাইদী, ৭ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: **কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা।**

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের রক্ষক ও কল্যাণকামী, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা এটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয় বরং এতে অনেক বড় বড় ক্ষতি হয়ে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ **"সহীহ বুখারী"**তে উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একদা **মক্কী মাদানী আক্বা,**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন যেনো আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করবেন যে, তা কোন রাতে বিদ্যমান। এমন সময় দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিল। **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ার করছিলো, তাই এর নির্দিষ্টতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০২৩)

আমরা ভদ্রের সাথে ভদ্র আর .....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে মুবারাকায় আমাদের জন্য মহান একটি শিক্ষা রয়েছে? **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে কদর চিহ্নিত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, দু'জন মুসলমানের পরস্পর ঝগড়া বাধা হয়ে দাঁড়াল এবং সব সময়ের জন্য শবে ক্বদরকে গোপন করে দেয়া হলো। এ থেকে অনুমান করুন যে, পরস্পর ঝগড়া করা কিরূপ ক্ষতিকর। কিন্তু আহ! ঝগড়াটে স্বভাবের লোকদেরকে কে বুঝাবে? আজকালতো অনেক মুসলমানকে খুবই গর্ব সহকারে একথা বলতে শোনা যায় যে, "মিঞা! এ দুনিয়ায় ভদ্র হয়ে থাকাই যায়না, আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর সন্ত্রাসের সাথে সন্ত্রাস! এবং শুধু তা বলার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়! অনেক সময় নগন্য কথার উপর ভিত্তি করে প্রথমে গালাগালি, অতঃপর হাতাহাতি, এরপর ছুরি চালনা বরং গোলাগুলি পর্যন্ত হয়ে যায়। শতকোটি আফসোস! মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজ

মুসলমান কখনো পাঠান হয়ে, কখনো পাঞ্জাবী দাবী করে, কখনো সারায়িকি হয়ে, কখনো মুহাজির হয়ে, কখনো সিন্ধী ও বেলুচী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে একে অপরের গলা কাটছে, দোকান এবং গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে, মুসলমানেরা! আপনারাতো একে অপরের রক্ষক ছিলেন, আপনাদের কি হয়ে গেছে? **আমাদের প্রিয় আক্বা, দয়াময় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ তো এটাই ছিলো যে, "পরস্পর ভালাবাসা এবং দয়া ও নম্রতায় মুমিনদের উদাহরণ একটি শরীরের মতোই, যদি একটা অঙ্গ কষ্ট পায়, তবে সমস্ত দেহই কষ্ট অনুভব করে।"

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৮৬)

একজন কবি কতোইনা চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন:

মুবতালায়ে দরদ কোয়ী ওযো হো রোতী হে আখঁ,
কিস কদর হামদরদ সারে জিসম কি হোতী হে আখঁ।

খারাপ আচরন কারীদের প্রতিও অত্যাচার করো না

"**তিরমিযী শরীফে**"র বর্ণনায় রয়েছে যে, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা অনুকরণকারী হয়ো না যে, বলবে লোকেরা যদি সদ্ব্যবহার করে তবে আমরাও সদ্ব্যবহার করবো আর যদি লোকেরা অত্যাচার করে তবে আমরাও অত্যাচার করবো, কিন্তু নিজের নফসকে শান্তনা দাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো আমরা সদাচরণ করবো এবং লোকেরা অসদাচরণ করলেও তোমরা অত্যাচার করবে না। (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০১৪)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

অপরের কলম ফেরত দেয়ার জন্য সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের বিষয়ে কতইনা সুন্দর মাদানী ফুল প্রদান করছেন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن অপরের হকের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচেতন ছিলেন এবং হক আদায়ের ক্ষেত্রে আশ্চার্যজনক পর্যায়ের সতর্কও ছিলেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সিরিয়ায় কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন, সেখানে হাদীসে মুবারাকা লিখতেন। একবার তাঁর কলম ভেঙ্গে গেলো, সুতরাং ধার স্বরূপ অন্য কারো থেকে কলম নেন, ফিরার সময় ভূলে সেই কলমটি সাথে করে দেশে নিয়ে আসেন। যখন মনে পড়ল তখন শুধুমাত্র কলমটি ফেরত দেয়ার জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বদেশ থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফর করেন। **(তাযকিরাতুল ওয়ায়েযিন, ২৪৩ পৃষ্ঠা)**

বিনা অনুমতিতে কারো সেন্ডেল পরিধান করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى অপরের জিনিসের ক্ষেত্রে **আল্লাহ তায়ালা**কে কিরূপ ভয় করতেন! কিন্তু আফসোস! আমরা সে ব্যাপারে একেবারেই নির্ভীক হয়ে যাচ্ছি! **মনে রাখবেন**! এখনতো অপরের জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে রেখে দেয়া, খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন

মালিককে এর বদলী পরিশোধ করা এবং তাকে রাজি করানো খুবই কঠিন হয়ে যাবে। তাই অপরের প্রতিটি দানা এবং প্রতিটি খড়কুটার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, বিনা অনুমতিতে কারো কোন জিনিস যেমন চাদর, তোয়ালে, পাত্র, খাট, চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, যদি এই জিনিসের মালিকের পক্ষ থেকে সাধারণ অনুমতি থাকে তবে তা ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন; কারো ঘরে মেহমান হয়ে গেলেন, তখন সাধারনত বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে সেসব জিনিস ব্যবহার করার সচরাচর অনুমতি থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মসজিদে অনেকেই মালিকের বিনা অনুমতিতে আরেক জনের সেন্ডেল পরে প্রশ্রাবখানায় চলে যায়। বাহ্যিক ভাবে একাজটি আসলে খুবই নগন্য মনে হচ্ছে কিন্তু একবার ভাবুন তো! আপনি কারো সেন্ডেল পরে প্রশ্রাবখানায় চলে গেলেন এবং এর মালিক বাইরে যাওয়ার জন্য নিজের সেন্ডেলের নিকট এলো, না পেয়ে চুরি হয়েছে মনে করে বেচারার মন অনুতপ্ত হয়ে গেলো এবং খালি পায়েই চলে গেলো। এখন আপনি ফিরে এসে সেন্ডেল যথাস্থানে রেখে দিলেন কিন্তু এর মালিক তো তা নষ্ট করে ফেলেছে। এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয় আপনি এবং আপনিই অত্যাচারী সাব্যস্ত হলেন। আহ! কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর হতাশা! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "অনেক সময় একটি অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচারীর সমস্ত নেকী নিয়েও অত্যাচারীত (মজলুম) খুশি হবে না।" **(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫০ পৃষ্ঠা)**

তাইতো আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাহ্যিক দৃষ্টিতে নগন্য মনে হওয়া বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

সুঘ্রান নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

আমিররুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সামনে মুসলমানদের জন্য মুশকের (এক প্রকার সুগন্ধি) পরিমাপ করা হচ্ছিলো, তখন তিনি দ্রুত নিজের নাক বন্ধ করে নিতেন, যাতে তার সুগন্ধি না লাগে, যখন লোকেরা ব্যাপারটি অনুভব করতে পারলো তখন তিনি বললেন: সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়াও তো এর উপকার গ্রহন করা। (যেহেতু আমার সামনে এখন প্রচুর পরিমানে মুশক বিদ্যমান এবং এর সুগন্ধও অনেক ছড়াচ্ছে এবং আমি এতো অধিক পরিমাণে সুঘ্রান নিয়ে অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে বেশী উপকৃত হতে চাই না।)

(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। কুওতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন

"কিমিয়ায়ে সাআদাতে" রয়েছে: এক বুযুর্গ রাত্রিবেলায় কোন এক রোগীর পাশে অবস্থানরত ছিলেন, **আল্লাহ তায়ালার** আদেশে সেই রোগীটি মারা গেলো, উৎসর্গীত হয়ে যান সেই বুযুর্গের মাদানী মানসিকতার

প্রতি, তিনি সাথে সাথেই প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন এবং বললেন: "এখন এই প্রদীপের তেলে ওয়ারিশদের হকও সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।" (কিমিয়ায়ে সাআদত, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) **তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাগান নাকি আগুনের গর্ত

আল্লাহ! আল্লাহ! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কিরূপ মহান মাদানী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন! আমারা তো এরূপ চিন্তাই করতে পারিনা, আউলিয়া কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সর্বদা **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে কাতর থাকতেন, সর্বদা মৃত্যুর প্রতি তাঁদের দৃষ্টি থাকতো, কবর ও হাশরের বিষয়ে কখনোই উদাসীন হতেন না। আহ! কবরের বিষয়টি সীমাহীন উদ্বেগজনক! আহ! আমাদের কী অবস্থা হবে! আমরা তো আমাদের কবরকে একেবারে ভুলে গেছি। **"ইহইয়াউল উলূমে"** রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি কবরের কথা অধিকহারে স্মরন করে, সে মৃত্যুর পর তার কবরকে জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান হিসেবে পাবে আর যে ব্যক্তি কবরের কথা ভুলে যাবে, সে তার কবরকে জাহান্নামের গর্তসমূহ হতে একটি গর্ত হিসেবে পাবে।" (ইহইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

গোরে নে'কাঁ বাগ হোগি খুলদ কা মুজরিমোঁ কি কবর দোযখ কা গাড়া

অর্ধেক খেজুর

মনে রাখবেন! নিজের ছোট ছোট মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদের হকের প্রতিও সজাগ থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে অসতর্কতা ধ্বংসের কারণ আর সতর্কতা জান্নাত লাভের উপায় হবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস শরীফের সংকলন **"সহীহ বুখারী শরীফে"** উদ্ধৃত করেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়শা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: এক মহিলা তার দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে এসে আমার নিকট ভিক্ষা চাইলো, আমার নিকট তখন কেবলমাত্র একটি খেজুর ছিলো, আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম, সে খেজুরটি দুই টুকরো করে তার উভয়কে এক এক টুকরো দিলো। যখন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে এই ঘটনাটি আরয করলেন তখন ইরশাদ করলেন: "যাকে কন্যা সন্তান দান করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলো, তবে তারা তার জন্য জাহান্নামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।" (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৯৫)

শাহী থাপ্পড়ের পরিণাম

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বান্দার হকের ক্ষেত্রে কাউকেও ছাড় দিতেন না। বর্ণিত আছে যে, গাস্সান সম্রাট নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলো এবং এতে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ খুবই খুশি হয়েছিলেন, কেননা তার কারণে

তার প্রজাদের ঈমান আনয়নের আশার সঞ্চার হয়ে গিয়েছিলো। তাওয়াফ করাবস্থায় গাস্সান সম্রাটের কাপড়ের উপর কোন গরীব বেদুঈনের পা পরে গিয়েছিলো, এতে রাগান্বিত হয়ে সে এমন জোরে থাপ্পড় মারলো যে, বেদুঈনের দাঁত পড়ে গেলো। সে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে আবেদন করলো। গাস্সান সম্রাট খাপ্পড় মারার বিষয়টি স্বীকার করলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই মজলুম বেদুঈনকে বললেন যে, আপনি গাস্সান সম্রাট থেকে কিসাস অর্থাৎ প্রতিশোধ নিতে পারেন। একথা শুনে গাস্সান সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে বললো যে, একজন সাধারণ মানুষ আমার মত সম্রাটের সমকক্ষ কিভাবে হয়ে গেলো যে, তার আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের অধিকার অর্জিত হয়ে গেলো! ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: ইসলাম তোমাদের উভয়কে সমান করে দিয়েছে। গাস্সান সম্রাট কিসাসের অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য একদিনের সময় নিলো এবং রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে গেলো। (খুতবাতে মহাররম, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

ফারুকে আযমের অনাড়ম্বরতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ গাস্সান সম্রাটের মতো বাদশাহকেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি এবং সেই বদনসীব ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে পুনরায় কুফরির গর্তে পরাতে ইসলামের কোন ক্ষতিও হয়নি। বরং যদি হযরত সায়্যিদুনা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছাড় দিতেন, তবে হয়তো ইসলামের ক্ষতি হতো এবং মানুষ মনে করতো যে, ইসলাম দূর্বলদেরকে সবলদের থেকে مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) অধিকার আদায় করে দিতে অক্ষম। এই ন্যায় পরায়ণতার বরকতেই একদিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কোন দেহরক্ষী নির্ভয়ে প্রচন্ড গরমের দিনে একটি গাছের নিচে পাথরের ওপর পবিত্র মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন, এমন সময় রোম সম্রাটের দূত তাঁর সন্ধানে এদিকে এসে গেলো এবং তাঁকে এভাবে ঘুমাতে দেখে অবাক হয়ে গেলো যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি, যার ভয়ে থাকে গোটা দুনিয়া শঙ্কিত! অতঃপর সে বলে উঠলো: হে ওমর! আপনি ন্যায় বিচার করেন, মানুষের হকের ব্যাপারে সজাগ থাকেন, তাই পাথরের ওপরও আপনার ঘুম চলে আসে আর আমাদের বাদশাহ অত্যাচার করে, মানুষের হক পদদলিত করে, তাই তাদের মকমলের বিছানায়ও ঘুম আসে না। **তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।** اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মন্দ পরিণতির কারণ

অত্যাচারের পরিণামও তো দেখুন গাস্সান সম্রাটের ঈমানই নষ্ট হয়ে গেলো! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ওররাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: **"মানুষের ওপর অত্যাচার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমান হরনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"** হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসেম হাকিম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে কেউ

জিজ্ঞাসা করলো: এমন কোন গুনাহও কি আছে, যা বান্দাকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করতে পারে? তিনি বললেন: তিনটি কারণে **ঈমান নষ্ট** হয়: **(১)** ঈমানের নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা **(২)** ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় না রাখা **(৩)** মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করা।

(তাম্বিহুল গাফেলিন, ২০৪ পৃষ্ঠা)

নিজেকে কারো "গোলাম" বলা কেমন?

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বান্দার হকের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের এমন নজির স্থাপন করেছেন যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। বর্ণিত আছে যে, ইমামে আযম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর স্বনামধন্য শিষ্য প্রধান বিচারপতি (CHIEF JUSTICE) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসূফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খলিফা হারুনুর রশীদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিশ্বস্ত উজির ফযল বিন রবী'ইর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। খলিফা হারুনুর রশীদ যখন সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন: একদা আমি নিজ কানে শুনেছি যে, তিনি আপনাকে বলছিলেন: 'আমি আপনার গোলাম' যদি সে কথায় সত্যবাদী হন, তবে সে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উপযুক্ত নয়, কেননা মুনিবের পক্ষে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং যদি আপনার তোষামদ করতে গিয়ে মিথ্যা বলে তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, কেননা যিনি আপনার দরবারে নির্ভিকভাবে মিথ্যা বলতে পারে, সে আমার আদালতে মিথ্যা বলা থেকে কিভাবে মুক্ত থাকবে!

কেমন আছেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণ হলে এমনই হওয়া চাই যে, কোন মানুষের হকের ব্যাপারে খুবই নির্ভিকতার সহিত যুগের খলিফার পক্ষে তাঁরই বিশ্বস্ত উজিরের সাক্ষ্যও প্রত্যাখান করে দিলেন। এখানে আসলেই একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অনেক সময় তোষামদ করতে গিয়ে কিংবা স্বপ্রনোদিত হয়ে বিনা চিন্তা ভাবনায় নিজেকে আরেকজনের খাদেম বা গোলাম অথবা কুকুর ইত্যাদি বলে দেয়া হয়, কিন্তু মন তার সম্পূর্ণ বিপরীত, আহ! যদি মন ও মুখ একই হয়ে যেতো। আমাদের পূর্ববর্তীরা মুখ ও মনের কথাকে এক রাখার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: **কেমন আছেন?** সে বলল: "তার অবস্থা কেমন হবে, যার উপর পাঁচশ দিরহামের ঋণের বোঝা, সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষনের দায়িত্ব কিন্তু হাতে একটি টাকাও নাই।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একথা শুনে ঘরে চলে এলেন এবং এক হাজার দিরহাম এনে তার হাতে সমর্পন করে বললেন: পাঁচশ দিরহাম দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করে নিন এবং বাকী পাঁচশ দিরহাম আপনার ঘর খরচের জন্য গ্রহন করুন। এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নিলেন যে, ভবিষ্যতে কখনো কারো অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইবো না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ সংকল্প এজন্যই করলেন যে, যদি আমি কারো অবস্থা জানতে চাই এবং সে তার দুরবস্থার কথা জানায় আর যদি আমি তাকে সাহায্য না করি, তবে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে আমি "**মুনাফিক**" হিসাবে গণ্য হবো! (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى কতইনা কড়া ও সত্যবাদী ছিলেন, তাদের মানসিকতা এরূপ ছিলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রেরণা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে না চাওয়াই উচিৎ এবং অবস্থা জানতে চাওয়ার পর সে যদি দুরবস্থার কথা জানায়, তবে যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করা উচিৎ। মনে রাখবেন! ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাহায্য করা অবস্থায় নিজের জন্য এরূপ বলেছেন যে, "মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবো" তা দ্বারা এখানে মুনাফিকের কাজই উদ্দেশ্য, মুনাফেকির কুফরী নয়।

মজলুমকে সাহায্য করা অপরিহার্য

যেরূপ অত্যাচার করা হচ্ছে মানুষের হক নষ্ট করা, তেমনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মজলুমের সাহায্যে না করাও অপরাধ। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: **রাসূলে**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের শপথ! আমি অচিরেই হোক বা দেরীতে, অত্যাচারী থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহন করবো এবং তার থেকেও প্রতিশোধ গ্রহন করবো, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মজলুমকে সাহায্যে করে না।" (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪২১) জানা গেল, যে ব্যক্তি মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম, তারপরও করে না, তবে সে গুনাহগার। তবে যে সাহায্য করতে অক্ষম, সে গুনাহগার নয়। যেমনটি **বুখারী শরীফে**র ব্যাখ্যাকারক মুফতি মুহাম্মদ শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! মুসলমানকে সাহায্য করা সাহায্যকারীর অবস্থাভেদে কখনো ফরয, কখনো ওয়াজিব, আবার কখনো মুস্তাহাব।" (নুযহাতুল কারী, ৩য় খন্ড, ৬৬৫ পৃষ্ঠা)

কবর থেকে আগুনের শিখা উঠছিল!

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খলীফা ফকিহে আযম হযরত আল্লামা আবু ইউসূফ মুহাম্মদ শরিফ কোটলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর রচিত **'আখলাকুস সালেহীন'** নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন: আবু মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **একটি কবর থেকে অগ্নি শিখা উঠছিল** এবং মৃতের উপর আযাব হচ্ছিলো, মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: আমাকে কেন মারছো? ফিরিশতারা বললেন যে, এক **মজলুম** তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, কিন্তু তুমি তাকে সাহায্য করোনি আর তুমি একদিন বিনা ওযুতে নামায পড়েছিলে। (আখলাকুস সালেহিন, ৫৭ পৃষ্ঠা। তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের জন্য দুঃখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেটা তো ঐ ব্যক্তির অবস্থা, যে মজলুমকে সাহায্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করে না, তবে স্বয়ং অত্যাচারীর অবস্থা কিরূপ হবে? জানা গেলো যে, মজলুমকে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত এবং মজলুমকে সাহায্য করাতে অনেক প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কতো যে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা **"কিমিয়ায়ে সাআদাত"** এর এই ঘটনা থেকে অনুমান করে নিতে পারেন। বর্ণিত আছে, একদা লোকেরা দেখলেন, হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কাঁদছেন, যখন কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন: আমি সে সব অসহায় মুসলমানের দুঃখে কাঁদছি, যারা আমার উপর অত্যাচার করেছিলো যে, কাল কিয়ামতে যখন তাদের নিকট প্রশ্ন করা হবে তোমরা এরূপ কেন করেছিলে? তখন তাদের কোন আপত্তি শুনা হবে না এবং তারা অপমানিত ও অপদস্থ হবে।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

চোরের জন্য দুঃখ

এক বুযুর্গের ঘটনা, কেউ তাঁর টাকা চুরি করে নিয়েছিলো এবং তিনি কাঁদছিলেন, লোকেরা সহানুভূতি প্রকাশ করলে বলতে লাগলেন: আমি আমার টাকার দুঃখে নয় বরং চোরের দুঃখেই কাঁদছি, কেননা কাল কিয়ামতের দিন বেচারাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে, তখন তার নিকট কোন অজুহাত থাকবে না। আহ! সে কতইনা অপদস্থ হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

চুরির শাস্তি

চুরির প্রসঙ্গ যখন এসেছে, চুরির শাস্তির বিষয়টিও জেনে নিই। ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'কুররাতুল উয়ূন'** এ উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি কারো সামান্যতম জিনিসও চুরি করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই জিনিসটি নিজের গর্দানে আগুনের মালার ন্যায় ঝুলিয়ে আসবে। আর যে ব্যক্তি সামান্যতমও হারাম সম্পদ খেলো, তার পেটে আগুন প্রজ্জলিত করা হবে এবং সে এমন ভীষণ চিৎকার করবে যে, যত লোক কবর থেকে উঠবে সবাই কাঁপতে থাকবে, এমনকি **আহকামুল হাকেমিন মহান আল্লাহ** মানুষের সামনে যে ফায়সালাই করবেন তা অবনত মস্তকে মেনে নিবে। **(কুররাতুল উয়ূন, ৩৯২ পৃষ্ঠা)**

গুনাহের রোগের প্রতিকারকারীদের জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসঙ্গ ছিল মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের এবং আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মুসলমানদের গুনাহের কারণে হওয়া লোমহর্ষক শাস্তি সম্পর্কে ভেবে তাদের প্রতি সদয় হতেন, তাদের জন্য চিন্তিত হতেন এবং তাদের সংশোধনের অস্থির হতেন। আমাদেরও মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা দেখানো উচিত, তাদের সংশোধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত এবং এ কাজে মনোবল দৃঢ় রাখা ও কৌশলের সাথে কাজ করতে হবে। এপ্রসঙ্গে আমাদের ডাক্তারের কৌশল বুঝার চেষ্টা করা উচিৎ, যেমন; তিক্ত ঔষধ ও ইঞ্জেকশনের

ভয়ে রোগীরা ডাক্তারের নিকট যেতে অনিহা প্রকাশ করলেও ডাক্তার তাকে ঘৃণা নয় বরং সুন্দর আচরণ করে থাকে, অনুরূপভাবে গুনাহের রোগীরও উচিৎ যে, যতই আমাদের সাথে ঠাট্টা করুক, যতই আমাদের উপহাস করুক না কেন, আমাদের সাহস হারানো উচিৎ নয়, যদি আমরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে থাকি এবং আমলের ময়দান থেকে পলায়নরতদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সফরের অভ্যস্ত বানাতে সফল হয়ে যাই, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহের রোগীরা অবশ্যই আরোগ্য লাভ করতে থাকবে।

বিভিন্ন হক সম্পর্কে জানার পন্থা

মনে রাখবেন! বান্দার হকের মধ্যে পিতামাতার হক হচ্ছে তালিকার শীর্ষে, এর বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া হারাম'** নামক বয়ানের অডিও ক্যাসেট এবং নিগরানে শুরার **'পিতা-মাতার অধিকার সমূহ'** নামক ভিডিও সিডি শ্রবন করুন। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিদের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, আত্মীয়-স্বজনে অধিকার এবং পাড়া-প্রতিবেশির অধিকার ইত্যাদি অন্যান্য মানুষের অধিকারের তুলনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত অধিকার সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত বয়ানের মাধ্যমে শিখা সম্ভব নয়, তাই মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত এই তিনটি রিসালা **(১) পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং শিক্ষকের অধিকার সমূহ (২) বান্দার হক কিভাবে ক্ষমা হবে?** এবং **(৩) সন্তানদের হক সমূহ** অধ্যয়ন করুন, তাছাড়া **মাদানী**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বান্দার হক সমূহ সম্পর্কে জানার পাশাপাশি সাবধানতা অবলম্বনের প্রেরণাও সৃষ্টি হবে এবং যখন সাবধানতা অবলম্বন করলেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জান্নাত লাভের পথও সুগম হয়ে যাবে।

অত্যাচারীর বিভিন্ন ধরণ চিহ্নিতকরণ

মুসলমানদের কষ্ট প্রদানকারী, মানুষের মনে আঘাত প্রদানকারী, মানুষের মন্দ নাম প্রদানকারী, মানুষদের উপহাসকারী, মানুষের ব্যঙ্গ অনুকরনকারী এবং মানুষকে ঠাট্টাকারীর জন্য চিন্তার বিষয় হলো যে, শুনো! শুনো! **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কোরআনের ২৬তম পারা সূরা হুজরাতের **১১** নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরিয়ত, পীরে তরিকত, আ'ফতাবে বিলায়ত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল কারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত কোরআনের অনুবাদ **'কানযুল ঈমানে'** এর অনুবাদ এভাবে করেছেন: হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ

করবে; এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ওই বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে; এবং না নারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রুপ করবে); এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না। কতই মন্দ, নাম- মুসলমান হয়ে 'ফাসিক্ব' বলানো! এবং যারা তাওবা করে না, তবে তারাই যালিম।"

কারো বিদ্রুপ করা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো দরিদ্রতা বা বংশ কিংবা শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা গুনাহ, অনুরূপভাবে কোন মুসলমানকে মন্দ নামে ডাকাও গুনাহ, কাউকে কুকুর, গাধা, শুকর ইত্যাদি বলা যাবে না, অনুরূপ কারো মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি রয়েছে তবুও তাকে সে নামে ডাকা যাবে না। যেমন; হে অন্ধ! হে বধির! হে লম্বু! হে বাট্টু! ইত্যাদি, তবে হ্যাঁ! পরিচয় প্রদানের জন্য প্রয়োজনে অন্ধ, কানা ইত্যাদি বলা যাবে। মানুষের বিদ্রূপকারী, মন্দ নামে অভিহিতকারী এবং ঠাট্টাকারীকে কোরআনে পাকে **"ফাসিক"** এর ফতোয়া দেয়া হয়েছে আর যারা তাওবা করেনা তাদেরকে অত্যাচারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হে মানুষের বিদ্রূপকারীরা! কান পেতে শুনে নাও!

বিদ্রুপ করার শাস্তি

যখন কোন মুসলমানকে বিদ্রূপ করার ইচ্ছে জাগে, তখন **আল্লাহ**র ওয়াস্তে এই বর্ণনাটির প্রতি মনোযোগ দিন, যাতে **মদীনার**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তাজেদার, নবীদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষকে বিদ্রুপকারীর সামনে জান্নাতের একটি দরজা খোলা হবে এবং বলা হবে যে, এসো! এসো! তখন সে খুবই অস্তির এবং দুঃখ নিয়ে সেই দরজার সামনে আসবে কিন্তু যখনই দরজার নিকট পৌঁছাবে, সেই দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর জান্নাতের আরেকটি দরজা খোলা হবে এবং তাকে ডাকা হবে, এসো! সুতরাং সে অস্তির এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে সেই দরজার নিকট যাবে, তখন সেই দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবেই তার সাথে চলতে থাকবে, এমনকি যখন দরজা খোলা হবে এবং ডাকা হবে তখন সে যাবে না।

(কিতাবুস সমত মাআ মওসুয়াতি ইমাম আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৭)

ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সবাই ভীত হয়ে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে ফিরে আসুন, সত্যিকার তওবা করে নিন এবং থামুন! মানুষের হক ধ্বংসের ক্ষেত্রে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে শুধুমাত্র তওবা করাই যথেষ্ঠ নয়, মানুষের যা যা হক ধ্বংস করেছেন তাও আদায় করতে হবে, যেমন; আর্থিক হক হলো তবে সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে, মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে, তা ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অদ্যাবধি যার যার সাথে বিদ্রুপ করেছেন, মন্দ নামে ডেকেছেন, বিদ্রুপ এবং কুৎসা রটনা করেছেন, ব্যঙ্গাত্মক অনুকরন করেছেন, মনে আঘাত দেয়া ভঙ্গিতে রক্ত চক্ষু দেখিয়েছেন, ধমক দিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, গালমন্দ করেছেন, গীবত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

করেছেন এবং সে জেনে গেছে। বকুনি দিয়েছেন, মারধর করেছেন, অপমানিত লাঞ্ছিত করেছেন, মোটকথা শরয়ী অনুমতি ছাড়া যে কোন ভাবেই কষ্টের কারণ হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমা করিয়ে নিন, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ মনে করে বিরত রয়েছেন যে, ক্ষমা চাওয়াতে তার সামনে আমার **"পজিশন ডাউন"** হয়ে যাবে, তবে **আল্লাহ**র দোহাই চিন্তা করে দেখুন! কিয়ামতের দিন যদি এই ব্যক্তি আপনার নেকী সমূহ নিয়ে তার গুনাহ আপনার মাথায় তুলে দেয়, তখন কী অবস্থা হবে! **আল্লাহ**র শপথ! প্রকৃতপক্ষে আপনার **"পজিশন"** তো তখনই অবনমিত হবে আর আহ! কোন বন্ধু-বান্ধব, ভাই, আত্মীয় স্বজন সমবেদনা জানানোর জন্য পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি করুন! তাড়াতাড়ি করুন! নিজ নিজ পিতামাতার পায়ে লুটিয়ে পরে, আপনার আত্মীয় স্বজনদের সামনে কড়জোড়ে, আপনার অধীনস্থদের পা ধরে, আপনার ইসলামী ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট কাকুতি মিনতি করে, তাদের সামনে নিজকে নঘন্য করে আজই দুনিয়াতেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আখিরাতের মান-সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট হোন। **আল্লাহ তায়ালা**র **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয় করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ট খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮২২৯) প্রত্যেকেই একে অপরের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে ক্ষমাও করে দিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

আমি ক্ষমা করে দিলাম

যার সাথে মানুষের সম্পর্ক বেশি, তার দ্বারা মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি, আমি **সগে মদীনার** عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) সাথে মানুষের সম্পর্কও অনেক বেশি, আহ! জানিনা, কতজনেই আমার দ্বারা মনে আঘাত পেয়ে যাচ্ছে!! আমি করজোড়ে আরয করছিঃ আমার দ্বারা কারো জান-মাল বা সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, তবে সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়, যদি কেউ আমার নিকট ঋণ পেয়ে থাকে তবে তাও যেন নিশ্চয় আদায় করে নেয়, আর যদি নিতে না চায়, তবে যেন ক্ষমা করে দেয়। আমি যাদের থেকে ঋণ পাব, আমার ব্যক্তিগত টাকা ক্ষমা করে দিলাম। হে **আল্লাহ**! আমার কারণে কোন মুসলমানকে শাস্তি দিওনা। আমি সকল মুসলমানকে আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল প্রকারের হক ক্ষমা করে দিলাম। হোক যে আমার মনে আঘাত দিয়েছে বা দেবে, আমাকে মেরেছে বা মারবে, আমার প্রাণনাশের চেষ্টা চালিয়েছে বা চালাবে বা আমাকে শহীদ করে দেবে, আমার হকের ক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে সকল মুসলমানের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা রইল। **হে আমার প্রিয় আল্লাহ**! তুমি আমার অসহায় ও নিঃস্ব বান্দাদের পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।

সদকা পেয়ারে কি হায়াকা কেহ না লে মুঝছে হিসাব,
বখ্শ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে।

সকল ইসলামী ভাই যারা এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক তিনদিনের ইজতিমায় সমবেত আছেন অথবা মাদানী চ্যানেল ও ইন্টারনেটের (INTERNET) মাধ্যমে পৃথিবীর যেখানেই আমাকে শুনছেন বা ঐসকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা যারা অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে আমাকে শুনছেন কিংবা লিখিত বয়ান পড়ছেন তারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন যে, দুনিয়ায় মানুষের যে **হকটি সবচেয়ে বড়** বলে মনে করা যেতে পারে, মনে করুন আমি আপনাদের সে হকটি নষ্ট করেছি, তাছাড়াও আরো যত প্রকার হক নষ্ট করেছি, **আল্লাহ তায়ালার** দোহাই! আমাকে সেসব হক সমূহ ক্ষমা করে দিন বরং আরো দয়া হবে যে, ভবিষ্যতের জন্যও অগ্রিম ক্ষমা করে দিন। **দয়া করে**! অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একবার মুখে বলে দিন: "আমি ক্ষমা করে দিলাম" جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا وَاَحْسَنَ الْجَزَاء

অর্থ ফেরত দিতেই হবে

যার উপর কারো ঋণ থাকলে, তা পরিশোধ করে দিন এবং পরিশোধে বিলম্ব হলে, ক্ষমাও চেয়ে নিন, যার থেকে ঘুষ নিয়েছেন, যার পকেট মেরেছেন, যার ঘরে চুরি করেছেন, যার সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তাদের সকলের সম্পদ আদায় করা আবশ্যক, বা তাদের থেকে সময় নিন বা ক্ষমা করিয়ে নিন এবং যে ক্ষতি হয়েছে তজ্জন্যও ক্ষমা চেয়ে নিন। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায় তবে তাদের ওয়ারিশদের দিন, যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে, তবে তত পরিমান অর্থ সদকা করে দিন। যদি মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে কিন্তু জানা নাই যে, কার কার সম্পদ অন্যায়ভাবে

নিয়েছে, তবুও সে পরিমাণ অর্থ সদকা করুন অর্থাৎ মিসকিনকে দিয়ে দিন। সদকা দেয়ার পর যদি হকদার তার হক দাবী করে, তবে তাকেও দিতে হবে।

যা মনে নেই, তাদের থেকে কিভাবে ক্ষমা করাবে?

যে ইসলামী ভাই মানুষের হকের ব্যাপারে শঙ্কিত আর এখন দুশ্চিন্তায় পরে গেলো যে, আমি জানিনা কতজনের হক ধ্বংস করেছি এবং কতজনের মনে আঘাত দিয়েছি; এখন আমি তাদের কোথায় খুঁজবো! তবে তাদের খেদমতে আরয করছি যে, যাদের মনে আপনি কষ্ট দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বা ফোনের মাধ্যমে অথবা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন, তাদের রাজি করিয়ে নিন এবং যারা নিখোঁজ বা মারা গেছে অথবা যাদের ব্যাপারে মনেই নেই যে, তারা কে কে, তবে প্রত্যেক নামাযের পর তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয় করুন, যেমন; প্রত্যেক নামাযের পর এভাবে বলার অভ্যাস গড়ুন: "হে **আল্লাহ**! আমাকে এবং অদ্যাবধি আমি যে সমস্ত মুসলমানের হক নষ্ট করেছি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন।" **আল্লাহ তায়ালার** দয়া অসীম, নিরাশ হবেন না, "একনিষ্ঠ নিয়্যত থাকলে উদ্দেশ্য সফল হবেই।" اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অনুতাপ ফলপ্রসূ হবে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় মানুষের হক **ক্ষমার উপায়**ও **আল্লাহ তায়ালার** অনুগ্রহে হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আল্লাহ তায়ালা সন্ধি করিয়ে দিবেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একদা **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুচকি হাসছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত! আপনি কেন মুচকি হাসছেন। ইরশাদ করলেন: আমার দু'জন উম্মত **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে দু'যানু হয়ে বসে পরবে, একজন আরয করবে: হে **আল্লাহ**! তার এবং আমার মধ্যে ন্যায় বিচার করে দিন, কেননা সে আমার উপর অত্যাচার করেছিলো। **আল্লাহ তায়ালা** বাদীকে ইরশাদ করবেন: এই বেচারা (বিবাদী) এখন কি করবে, তার নিকট তো কোন নেকী নেই। মজলুম (বাদী) আরয করবে: "আমার গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন।" এতটুকু ইরশাদ করে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: সেদিনটি হবে খুবই মহান দিন, কেননা তখন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) প্রত্যেকেই এই বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হবে যে, তার বোঝা যেনো হালকা হয়। **আল্লাহ তায়ালা** মজলুমকে (অর্থাৎ বাদী) ইরশাদ করবেন: দেখ তোমার সামনে কি? সে আরয করবে: **হে পরওয়ারদিগার**! আমি আমার সামনে স্বর্ণের বড় শহর এবং বড় বড় অট্টালিকা সমূহ দেখতে পাচ্ছি, যা মুক্তা খচিত। এই শহর ও উন্নত অট্টালিকা সমূহ কি কোন নবী বা সিদ্দীক বা শহীদের জন্য? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: এগুলো তাদের জন্য, যে এর মূল্য আদায় করবে। বান্দা আরয করবে:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এর মূল্য কে আদায় করতে পারবে? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তুমিই আদায় করতে পারবে। সে আরয করবে: কিভাবে? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: এভাবে যে, তুমি তোমার ভাইয়ের হক সমূহ ক্ষমা করে দাও। বান্দা আরয করবে: হে **আল্লাহ**! আমি আমার সকল হক সমূহ ক্ষমা করে দিলাম। **আল্লাহ তায়ালা** আরয করবেন: তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং উভয়ই একত্রে জান্নাতে চলে যাও। অতঃপর **উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করো এবং মানুষের মাঝে আপোষ করে দাও, কেননা **আল্লাহ** তাআলাও কিয়ামতের দিন মুসলমানের মাঝে আপোষ করে দিবেন। (আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৭৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সহিত কথাবার্তা বলুন (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধাভাব

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা, যেমন; আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয় (৪) একদিনের শিশুও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি, জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে, পাশাপাশি শিশুরাও ভদ্রতা শিখবে (৫) কথাবার্তা বলার সময় লজ্জাস্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুল দিয়ে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয় (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে, মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয় (৭) কথাবার্তা বলার সময় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা **রহমতে আলম, শাহে বণী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি (৮) বেশী কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে ব্যক্তিত্বের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় (৯) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তুমি দেখবে যে, কোন বান্দাকে পার্থিব অনাসক্তি ও স্বল্পভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো, কেননা এসব লোককে হিকমত দান করা হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১০১) (১০) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৯) **মিরাতুল মানাজিহ**তে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার প্রকার: ১. একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর ২. একান্ত উপকারী ৩. কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী ৪. না উপকারী, না ক্ষতিকর।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন, উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় বিনষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) **(১১)** কারো সাথে কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত **(১২)** খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।"

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

কথাবার্তা বলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং আরো অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের একটি উত্তম উপায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরও করুন।

সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো, পা'ওগে বরকতেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net